يابني

হে আমার ছেলে

تأليف : محمد عبد الله شاهد

المراجعة : لقمان حسين

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

নাহমাদুহু ওয়ানুসল্লিয়ালা রসূলিহিল কারীম।

হে আমার ছেলে! প্রত্যেক পিতাই চায়, তার সন্তানের সফলতা, চায় উন্নতি। তাই সে তার জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে সন্তানকে উপদেশ দেয়, স্মরণ করিয়ে দেয় তার জীবনের সফলতা, ব্যর্থতার দিকগুলো। বিশেষ করে একজন পিতা যখন জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত হয়, তখন তার জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে সন্তানের পথকে আলোকিত করতে চায়। এ আশায় যে, তাঁর জীবনের সফলতার দিকগুলো হবে সন্তানের পথের দিশা এবং ব্যর্থতাগুলো হবে শিক্ষা।

হে আমার ছেলে! বহুদিন থেকে আমি মনে মনে ভাবছি, তোমাকে আমার জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো শুনাব, কিছু উপদেশ দিব। তারই আলোকে আজ তোমাকে কিছু কথা বলতে চাই। মনোযোগ দিয়ে তা শুনলে এবং মেনে চললে আল্লাহর ইচ্ছায় তুমি অবশ্যই সফল হবে।

হে আমার ছেলে! আমরা কেউই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিগত নির্ধারণের বাইরে নই। কিন্তু তাই বলে আমি তোমাকে উপদেশ না দিয়ে ছেড়ে দিতে পারি না। আমাদের মহান প্রভু আল্লাহ তা'আলা ভালো-মন্দ দুটোই সৃষ্টি করেছেন এবং কল্যাণ-অকল্যাণের পথ দেখানোর সাথে সাথে ভালো পথ নির্বাচন করার আদেশ দিয়েছেন এবং ক্ষতিকর পথ এড়িয়ে চলার হুকুম করেছেন।

হে আমার ছেলে! তোমার ওপর আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে বড়ো আদেশ হলো, তুমি এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে। এ জন্যই তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আর সবচেয়ে বড় নিষেধ হলো, তুমি তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবে না।

আল্লাহর এক আবেদ বান্দা লোকমান আলাইহিস সালাম তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন,

﴿يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ﴾

"হে প্রিয় বৎস! আল্লাহ্‌র সাথে শরীক কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা মহা যুলুম (পাপ)।" (সূরা লুকমান- ৩১ : ১৩)

ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম) একদা বানী ইসরাঈলকে বাইতুল মুকাদ্দাসে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানালেন। তারা যখন তাতে একত্রিত হলো, তখন তিনি তাদেরকে সর্বপ্রথম যে উপদেশটি দিয়েছিলেন, তা হলো,

হে লোক সকল! আল্লাহ তা'আলা আমাকে পাঁচটি আদেশ করেছেন। যাতে আমি নিজে সে অনুযায়ী আমল করি এবং তোমাদেরকেও সে অনুযায়ী আমল করার আদেশ দেই। তোমরা এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবে না। কেননা আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করার উদাহরণ হলো যেমন কেউ তার খাঁটি স্বর্ণ-রৌপ্যের মুদ্রা দ্বারা একজন চাকর খরিদ করল। অতঃপর চাকরকে বলল, এই হলো আমার বাড়ি, এই হলো আমার কাজ। তুমি কাজ কর এবং আমার হক আদায় কর। কিন্তু চাকর তার মনিবের কাজ বাদ দিয়ে অন্যের কাজ শুরু করল। কে আছে তোমাদের মধ্যে চাকরের এহেন আচরণকে পছন্দ করবে?

লোকমান তাঁর ছেলেকে আল্লাহর হকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার সাথে সাথে পিতামাতার অধিকারের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর বলেছেন, হে বৎস! কোনো পাপ যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি কোনো পাথরের ভিতর অথবা

আকাশমণ্ডলিতে অথবা মাটির নিচে লুকিয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। অতএব ছোটখাট গুনাহ থেকেও দূরে থাকবে।

হে আমার ছেলে! সালাত কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজে বাধা দান কর এবং বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ কর। এটা নিশ্চয়ই দৃঢ় সংকল্পের কাজ।

হে আমার ছেলে! মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না এবং পৃথিবীতে অহংকারের সাথে চলো না। কেননা আল্লাহ কোনো দাম্ভিক ও অহংকারীকে ভালোবাসেন না। তুমি তোমার চলনে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, তোমার আওয়াজ নিচু কর। আওয়াজের মধ্যে গাধার আওয়াজই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।

যুল ইসবা আল-আদওয়ানী তাঁর ছেলেকে জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো অতি সংক্ষেপে এভাবে শুনাতে গিয়ে বলেছেন, 'হে আমার ছেলে! আমার বয়স শেষ হয়ে গেছে। যদিও আমি এখনো জীবিত আছি। আমি এত দীর্ঘ বয়স পেয়েছি যে, জীবন আমার কাছে দুঃসহ হয়ে পড়েছে। আমি এ মুহূর্তে তোমাকে এমন কিছু উপদেশ দিচ্ছি, যা সংরক্ষণ করলে তুমি তোমার জাতির নিকট আমার মতোই উচ্চ আসনে পৌঁছতে পারবে। সুতরাং উপদেশগুলো তুমি মন দিয়ে শ্রবণ কর।'

হে আমার ছেলে! তোমার জাতির সাথে তুমি কোমল ব্যবহার কর। এতে তারা তোমাকে ভালোবাসবে, তাদের প্রতি তুমি বিনয়ী হও, এতে তারা তোমাকে মর্যাদা দিবে, তাদের সাথে হাসিমুখে কথা বলো, তারা তোমার প্রতি অনুগত হবে, তাদের ওপর নিজেকে কোনো কিছুতেই প্রাধান্য দিবে না, তাহলে তারা তোমাকে নেতা বানাবে, তাদের ছোটদেরকে বড়দের মতোই

ছেলেটিকে পূর্বের ন্যায় পেল। এতে তারা নিশ্চিত বিশ্বাস করে নিলো যে, ছেলেটি মিছামিছি কান্নাকাটি করে তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করছে।

ছেলেটি তার অভ্যাস মোতাবেক প্রায়ই এভাবে চিল্লাচিলি করত। কিন্তু কেউ তার কথায় বিশ্বাস করতো না। কিন্তু একদিন হঠাৎ করে বনের ভিতর থেকে একটি বাঘ বের হয়ে আসল। ছেলেটি বাঘ দেখেই চিৎকার করে উঠল এবং লোকজনের কাছে সাহায্য চাইল। কিন্তু লোকেরা তার চিৎকার শুনেও বিশ্বাস করল না। তারা মনে করল, অন্যান্য দিনের মতোই সে তাদের সাথে মশকরা করছে। তাই তার সাহায্যে কেউ এগিয়ে এলো না। অতঃপর বাঘ প্রথমে বকরীর ওপর আক্রমণ করল এবং ছেলেটির ওপরও আক্রমণ করল। প্রতিদিনের অভ্যাস মতো ছেলেটি যখন সন্ধ্যা বেলা ঘরে ফিরল না, তখন লোকদের মনে সন্দেহ জাগল। তাই তারা ছেলেটি যেখানে ছাগল চরাতো সেখানে গিয়ে বাঘের আলামত দেখতে পেল। অতঃপর ছেলেটিকেও রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে আফসোস করল। তারা বলল, আফসোস! ছেলেটি যদি প্রথমবার আমাদের সাথে মিথ্যা না বলতো, তাহলে আমরা আজ তার কথায় বিশ্বাস করতাম এবং বাঘের আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসতাম।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "তোমরা অবশ্যই সত্য কথা বলবে। কারণ সত্য মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে ও নেকির পথ দেখায় এবং নেকী জান্নাতের দিকে চালিত করে। আর মানুষ সদা সত্য বলতে থাকলে এবং সত্যের অনুসন্ধান করতে থাকলে পরিশেষে আল্লাহর নিকট সে সিদ্দীক হিসেবে পরিগণিত হয়ে যায়।

আর তোমরা মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকবে। কেননা মিথ্যা মানুষকে পাপকাজের পথ দেখায় এবং পাপকাজ ধ্বংস ও জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর মানুষ সদা মিথ্যা বলতে থাকলে এবং মিথ্যার অনুসন্ধান করতে থাকলে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট মিথ্যুক হিসেবে তার নাম লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।" *(সহীহুল বুখারী হা/৬০৯৪, মুসলিম হা/২৬০৭)*

হে আমার ছেলে! আমার জীবনের আরও কিছু অভিজ্ঞতার কথা তোমাকে জানাচ্ছি। এগুলো সবসময় মনে রাখবে। তুমি যখন দেখবে, তোমার সহপাঠী, সহকর্মী ও বন্ধু-বান্ধব তোমাকে মোটেই মূল্যায়ণ করছে না, তখন তাদেরকে এড়িয়ে চলাই তোমার জন্য ভালো। এ ভেবে মন খারাপ কর না যে, তুমি মূল্যহীন। আসলে তোমাকে মূল্যায়ন করার মানসিকতা তাদের নেই।

হে আমার ছেলে! তোমার জীবনে কেউ আসবে নেয়ামতস্বরূপ। কেউ আসবে তোমার জন্য কঠিন বিপদস্বরূপ। সুতরাং তুমি নেয়ামতের হেফাযত কর। বিপদ থেকে শিক্ষা নাও। মনে রাখবে, মাল-ধন ও বয়স দিয়ে মানুষকে মূল্যায়ন করা যায় না। হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা ও সর্বোত্তম ব্যবহারই মূল্যায়নযোগ্য হওয়া চাই। মানুষ এই পার্থিব জীবনে পেন্সিলের ন্যায়, যা ভুল করে। যাতে আরও সুন্দরভাবে লিখতে পারে। লিখতে লিখতে পেন্সিল শেষ হয়ে যায়। তার সুন্দর লিখাগুলো ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

হে আমার ছেলে! আমি তোমাকে আরও কিছু উপদেশ দিব, যা উপরিউক্ত উপদেশগুলোর চেয়েও মূল্যবান। তোমার বয়স যখন পনেরো বা সতেরো কিংবা বিশ হবে, তখন তোমার সামনে এ দুনিয়া পাল্টে যাবে। এ মানুষগুলো তুমি অন্য রকম দেখবে।

এটি শুধু তোমার ক্ষেত্রেই নয়; সকলের ক্ষেত্রেই। যে কেউ তোমার বয়সে উপনীত হবে, তার দেহে নির্বাপিত আগুন পুনঃপ্রজ্জ্বলিত হবে এবং শিরা-উপশিরায় তা অনুভব করবে। সৃষ্টির মধ্যে এটিই আল্লাহর রীতি। তাঁর রীতির মধ্যে তুমি কোনো পরিবর্তন পাবে না।

হে আমার ছেলে! তুমি যখন উপরিউক্ত বয়সের যে কোনো একটিতে উপনীত হবে, তখন তুমি একজন নারীকে শুধু রক্ত-মাংসের সাধারণ মানুষ দেখবে না। তার মধ্যে অন্যসব মানুষের মতোই সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও দোষ-গুণের সংমিশ্রণ থাকলেও তুমি তার মধ্যে কোনো দোষ খুঁজে নাও পেতে পার। তোমার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যেই একত্রিত হয়েছে বলে মনে করতে পার। এক কথায় তুমি তাকে এমন কল্পনা করতে পারো, যেমনটি করে থাকে মূর্তিপূজক তার মূর্তিকে। তাতে কোনো ভালো গুণ না থাকা সত্ত্বেও সে তার মূর্তিকে সকল দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে ভাবে, সকল কল্যাণের আধার মনে করে, আশা-ভরসায় তার আশ্রয়স্থল মনে করে এবং তাকে অপরূপ সৌন্দর্যের প্রতীক মনে করে। মূর্তিপূজক পাথর দিয়ে মূর্তি বানায়। অতঃপর তাকে রব হিসেবে স্বেচ্ছায় ইবাদত করে। মূর্তিপূজকরা মূর্তিকে যেভাবে কল্পনা করে নারীভোগীরা নারীকে ঠিক সেভাবেই কল্পনা করে!

পনেরো কিংবা সতেরো অথবা বিশ এর মধ্যেই তুমি নিজের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন দেখতে পাবে। তোমার দেহমনে এক অজানা নড়াচড়া অনুভব করবে। তোমার প্রকৃতির মধ্যে গোলযোগ ও বিস্ফোরণ শুরু হবে। এ রকম শুরু হলে তুমি কী করবে?

তুমি যে সমাজে বসবাস করো সেখানকার পরিবেশ তোমাকে বলতে পারে যে, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করা, দেহের গোলযোগ

থামানো এবং বিস্ফোরণের আগুন নিভানোর জন্য তুমি তিনটি পথ থেকে যে কোনো একটি বেছে নাও। অথচ এগুলোর কোনোটিতেই তোমার কোনো কল্যাণ নেই।

প্রথমতঃ তোমাকে টেনে নিতে চাইবে অশ্লীল ফিল্ম, নষ্ট নারীদের নগ্ন ছবি, ভিত্তিহীন কাল্পনিক প্রেম-ভালোবাসার কাহিনী কিংবা এ জাতিয় অন্য কিছু লোভনীয় দিকে। এসব ফিল্ম, ছবি, কাহিনী তোমার হৃদয়কে আটকিয়ে ফেলতে পারে এবং তোমার শ্রবণ ও দৃষ্টিকে বেধে ফেলতে পারে। ফলে তুমি যেখানেই থাক না কেন? এগুলো তোমার চিন্তা-চেতনার বিষয়ে পরিণত হতে পারে। দিবসের আলোতে, রাতের অন্ধকারে এবং দিবা ও নৈশ স্বপ্নে এগুলোই দেখতে পার। তুমি হয়তো মনে করতে পারো এতেই তোমার প্রকৃতির দাবি পূরণ করে যৌবনের স্বাদ মিটিয়ে দিবে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, এহেন চিন্তা তোমাকে দিশেহারা করে দিতে পারে, পাগল বানিয়ে ফেলতে পারে এবং তোমার শরীরের শিরা-উপশিরাগুলোকে ভেঙ্গে দিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ তোমাকে নিয়ে যেতে পারে এমন এক খারাপ অভ্যাসের দিকে যাকে ডাক্তারগণ গোপন অভ্যাস বলে থাকে। খুলে বলার চেয়ে গোপন রাখাই ভদ্রতার দাবি। যদিও এটিকে তিনটি পথের মধ্যে সবচেয়ে কম ক্ষতিকর ভাবা হয়, তথাপিও এটিকে ফিকাহবিদগণ হারাম বলেছেন এবং জ্ঞানীগণ তাদের লিখনে এর ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরেছেন। এটি যদি অতিরিক্ত করা হয়, তাহলে যুবকের মনে নেমে আসে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া, শরীরে চেপে বসে নানা রোগ, যৌবনেই নেমে আসে বার্ধক্যের ছাপ, হাজারো মানুষের মধ্যে যুবক একাকীত্ব অনুভব করে, জনসমাজ

থেকে পালিয়ে বেড়ায়, জীবনকে ভয় পায়, জীবন সংগ্রামে নামতে আতঙ্কিত হয়, বিবাহ করা থেকে পালিয়ে থাকে এবং জীবিত থেকেও নিজেকে মৃত ভাবে।

তৃতীয়তঃ তোমাকে কেউ ডাকতে পারে হারাম পথে অগ্রসর হতে, ভ্রষ্টদের ডাকে সাড়া দিতে, অশ্লীলতার দরজায় করাঘাত করতে। ফলে তুমি ক্ষণিকের স্বাদ উপভোগ করতে গিয়ে যৌবন, স্বাস্থ্য, শক্তি, ভবিষ্যৎ, বিদ্যা-বুদ্ধি, দ্বীন, চরিত্র সবই হারাতে পার। আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করুন।

হে আমার ছেলে! তুমি যদি উপরিউক্ত তিনটি পথের কোনো একটিতে পা রাখ, তাহলে স্মরণ রাখবে, তুমি যে আশায় তাতে পা রাখছো, তা কখনো পূরণ হবে না। তাতে তোমার পিপাসা কখনোই নিবারণ হবে না। লবণাক্ত পানি যতই পান করা হোক না কেন, এতে পিপাসা যেমন বেড়েই চলে, ঠিক তেমনি এক হাজার নারী ভোগ করার পরও যখন কোনো লম্পট যুবক আরেকজন নারীর প্রতি আসক্ত হয় এবং উক্ত নারী যদি তার থেকে বিমুখ হয়, তাহলে সে ওই যুবকের চেয়ে আরও বেশি জ্বালা-যন্ত্রণা অনুভব করে, যে জীবনে নারী জগতের কাউকে চিনেনি...।

হে আমার ছেলে! আমি অনেক পুরুষকে দেখেছি। তারা যৌবনের প্রারম্ভে বিস্ময়কর শক্তিমান ছিল, সুঠাম দেহের অধিকারী ছিল এবং বীরত্বের প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী ছিল। কিন্তু যখনই তারা প্রবৃত্তির ঘোড়া ছুটিয়েছে এবং তার সামনে নত হয়েছে তখনই তাদের বীরত্ব, কৃতিত্ব, সম্মান ও শক্তি ভেঙ্গে চুরমার হয়েছে।

হে আমার ছেলে! তুমি যখন উপরিউক্ত তিনটি পথের সবগুলোকেই ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক হিসেবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হলে, তখন তোমার সামনে চতুর্থ একটি পথ রয়েছে। যা তোমার প্রভু ও স্রষ্টা তোমার জন্য বাছাই করেছেন। এ পথে অগ্রসর হওয়ার মধ্যেই তোমার কল্যাণ রয়েছে। এ ছাড়া তোমার সামনে আর কোনো পথ বৈধ রাখা হয়নি। তোমার সৃষ্টিগত স্বভাব ও প্রকৃতির সাথে এটিই সংগতিপূর্ণ এবং এটাই তোমার জন্য উপকারী বলেই তোমার রব এটা নির্ধারণ করেছেন। দ্বীনকে প্রাধান্য দিয়ে তোমার পছন্দ মোতাবেক যাকে ইচ্ছা বেছে নাও। তোমার দ্বীন, চরিত্র, সম্ভ্রম, শক্তি, দেহ ও স্বাস্থ্য রক্ষায় এটিই তোমার জন্য কল্যাণকর।

আল্লাহ তা'আলার বিস্ময়কর হেকমতের দাবি হলো, তিনি পবিত্র ও সৎভাবে জীবন যাপনের মধ্যেই মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন এবং তার দেহকে কর্মঠ ও সক্রিয়-সচল রাখার মাধ্যম বানিয়েছেন। পাপাচার ও অশ্লীলতার শাস্তি হিসেবে অধঃপতন ও নানা রোগ-ব্যাধি নির্ধারণ করেছেন। তাই যে পুরুষ নিজ নফসের ওপর যুলুম করে, সে ৩০ বছর পার হতে না হতেই ৬০ বছরের বুড়ো সদৃশ হয়ে যায়। আর যে যুবক পবিত্র জীবনযাপন করে সে ৬০ বছর বয়সে উপনীত হয়েও টগবগে যুবকের মতোই দৃশ্যমান থাকে। কথায় বলে, যে ব্যক্তি যৌবনের হেফাযত করে, তাকে বার্ধক্যে হেফাযত করা হয়।

যারা শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়, তাদের সতর্কতার জন্য আল্লাহ তা'আলা সতর্ককারী পাঠিয়ে থাকেন। সাম্প্রতিক সময়ে এইডস নামে যে মরণ ব্যাধিটি ছড়িয়ে পড়েছে, ডাক্তারগণ যার চিকিৎসা আবিষ্কার করতে অক্ষম হয়েছেন এবং যার ঔষধ তৈরি করতে

সুন্দর পোশাক পরিয়ে মিডিয়ায় নিয়েছে। পরিশেষে রাস্তায় নামিয়েছে, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশাপাশি বসিয়ে মুসলিম যুবক-যুবতিদের চরিত্র নষ্ট করে তাদের গুরু ইবলিসকে খুশি করেছে।

হে আমার ছেলে! তুমি হয়ত এখন আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, এই রোগ যেহেতু সংক্রমিত হয়েছে এবং সমাজের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েছে, তাই তার চিকিৎসাটা কী?

চিকিৎসা একটাই। আল্লাহর বিধান ও তাঁর সংবিধানের দিকে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো চিকিৎসা নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যেই সৃষ্টিগত স্বভাব ও প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তাতে ফিরে যাওয়াই এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা। আল্লাহ তা'আলা যা হারাম করেছেন, তার স্থলে অন্য একটি হালাল জিনিস না রেখে হারাম করেননি। তিনি সুদ হারাম করে তার স্থলে ব্যবসা হালাল করেছেন। যেনা-ব্যভিচার হারাম করেছেন, তার স্থলে বিবাহ হালাল করেছেন। সুতরাং হালালভাবে দাম্পত্য জীবনযাপনেই এর সমাধান। বৈবাহিক সম্পর্কের গণ্ডি বহির্ভুত চিন্তা সম্পূর্ণ পরিহার করার মধ্যেই রয়েছে রুগ্ন মুসলিম সমাজের একমাত্র চিকিৎসা।

হে আমার ছেলে! আমি তোমাকে এবং তোমার মতো অন্যদেরকেও বিবাহ করার পরামর্শ দিচ্ছি। এর মাধ্যমেই তোমার মনের পবিত্রতা, দেহের সুরক্ষা ও কর্মের তৎপরতা বজায় রাখার উপদেশ দিচ্ছি। যদিও তুমি এখনো লেখাপড়ায় ব্যস্ত, ছাত্র জীবনেই রয়েছ। তা বৈবাহিক জীবনে প্রবেশের পথে মোটেই বাধা নয়। লেখাপড়া শেষ না হওয়ার অজুহাতে বিবাহ বর্জন করার কারণে যদি কেউ পাপের পথে পা বাড়ায়, তাহলে তার লেখাপড়ার মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকতে পারে না।